

সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক  
প্রকাশনা উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ

# বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়

২৫ আগস্ট ২০১৭

২  
ত্রিপিটক  
পাবলিশিং  
সোসাইটি

পবিত্র  
ত্রিপিটক  
(দ্বিতীয় খণ্ড)

বিনয়পিটকে  
পাচিস্তিয় ও মহাবীর

সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায়  
ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে  
একত্রিত করে মোট ২৫ খন্ডে  
**‘পবিত্র ত্রিপিটক’**  
নামে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক  
প্রকাশিত হলো।

সূত্রপিটকে  
দীর্ঘনিকায়

সূত্রপিটকে  
মধ্যমনিব  
(প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ



## ত্রিপাসো হতে প্রকাশিত ‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটক সেটের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

ত্রিপিটকের ছোট-বড় ৫৯টি বইকে (ধারাবাহিকতার কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে) কন্সাইন্ড করে মোট ২৫ খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক প্রকাশ।

পূর্বে অনূদিত ভালো মানসম্পন্ন বইগুলোর সঙ্গে বেশ কিছু বইয়ের প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় নতুন বাংলা অনুবাদ সংযোজন।

সম্পাদনার সময় বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানরীতি’ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়েছে।

বৌদ্ধ পরিভাষাগুলোর বানান ও যথাযথ প্রয়োগে যথাসম্ভব অর্থপূর্ণ সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত এমন অভিজ্ঞ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদকদের দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটকটি পরম শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে সম্পাদনা করা হয়েছে।

৭০ গ্রাম বিদেশি অফসেট ধবধবে সাদা কাগজের ব্যবহার, ঝকঝকে টকটকে ছাপা, শক্ত পেস্টিং বোর্ডের ওপর উন্নত মানের বিদেশি রেক্সিন দিয়ে বাইন্ডিং, তার ওপর ১৭০ গ্রামের চার রঙা ঝকঝকে আকর্ষণীয় মলাট, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের পাঠকদের পড়তে অসুবিধা না হয় মতো তুলনামূলক বড় অক্ষরে ছাপানো হয়েছে ত্রিপিটকের সবগুলো বই।

ত্রিপিটকের কোন বইয়ে কোন সূত্রটি রয়েছে সেটি চট করে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ত্রিপিটক সেটের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সূচিপত্র সম্বলিত একটি রেফারেন্স গাইড সরবরাহ করা।

**পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটক সেটের মূল্য : ২০,০০০/- টাকা**



সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক  
প্রকাশনা উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ

# বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়

২৫ আগস্ট ২০১৭

সম্পাদনায়

ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু (আহ্বায়ক)

বিধুর ভিক্ষু (সদস্য)

করণাবংশ ভিক্ষু (সদস্য)

প্রকাশনায়

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ





প্রকাশকাল : ২৫ আগস্ট ২০১৭; ২৫৬১ বুদ্ধবর্ষ  
প্রকাশনায় : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ  
গ্রাফিক্স ডিজাইন : রানা মুৎসুদ্দি, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম  
কম্পিউটার কম্পোজ : বিপুলানন্দ ভিক্ষু, রাজবন বিহার, রাঙামাটি

**Published On :**

2561 Buddha Era  
25 August 2017

**Published by :**

Tripitak Publishing Society, Bangladesh  
Khagrachari Hill District

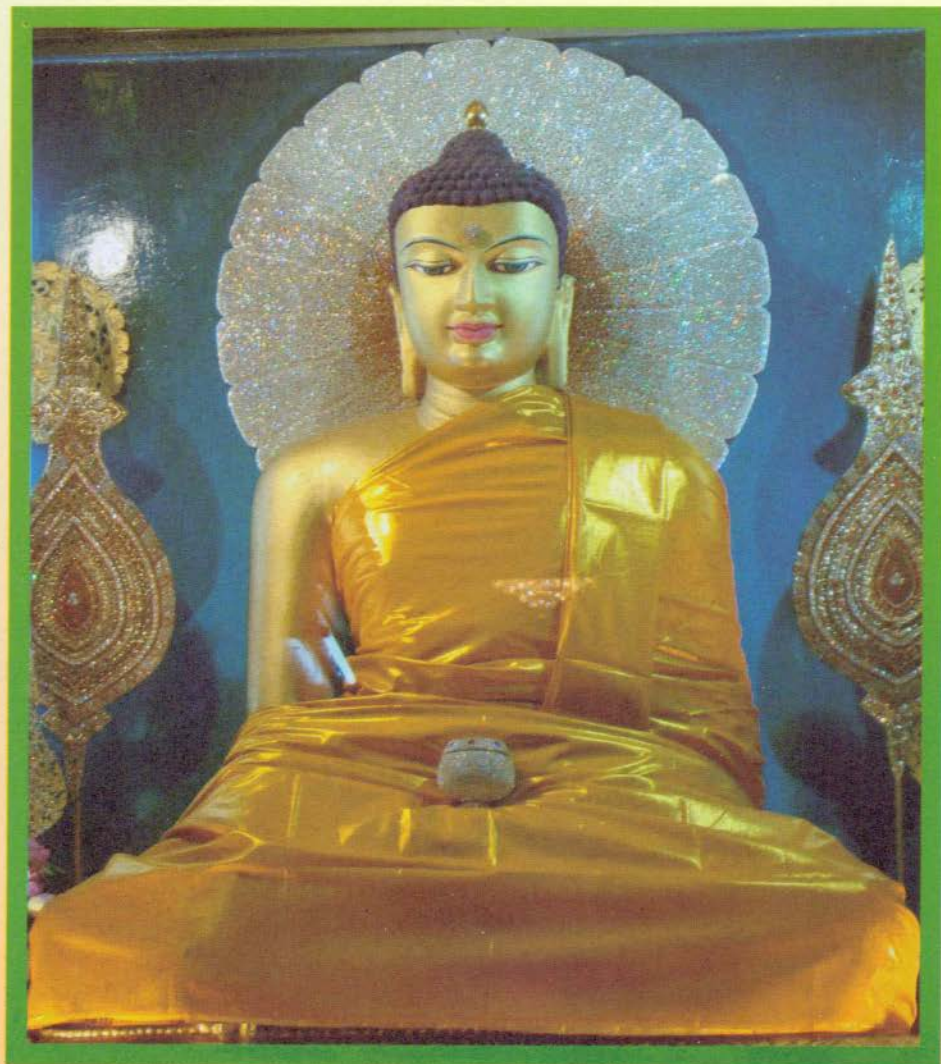
**Graphics Design :**

Rana Mutsuddi  
Andarkilla, Chittagong, Bangladesh

**Computer Compose :**

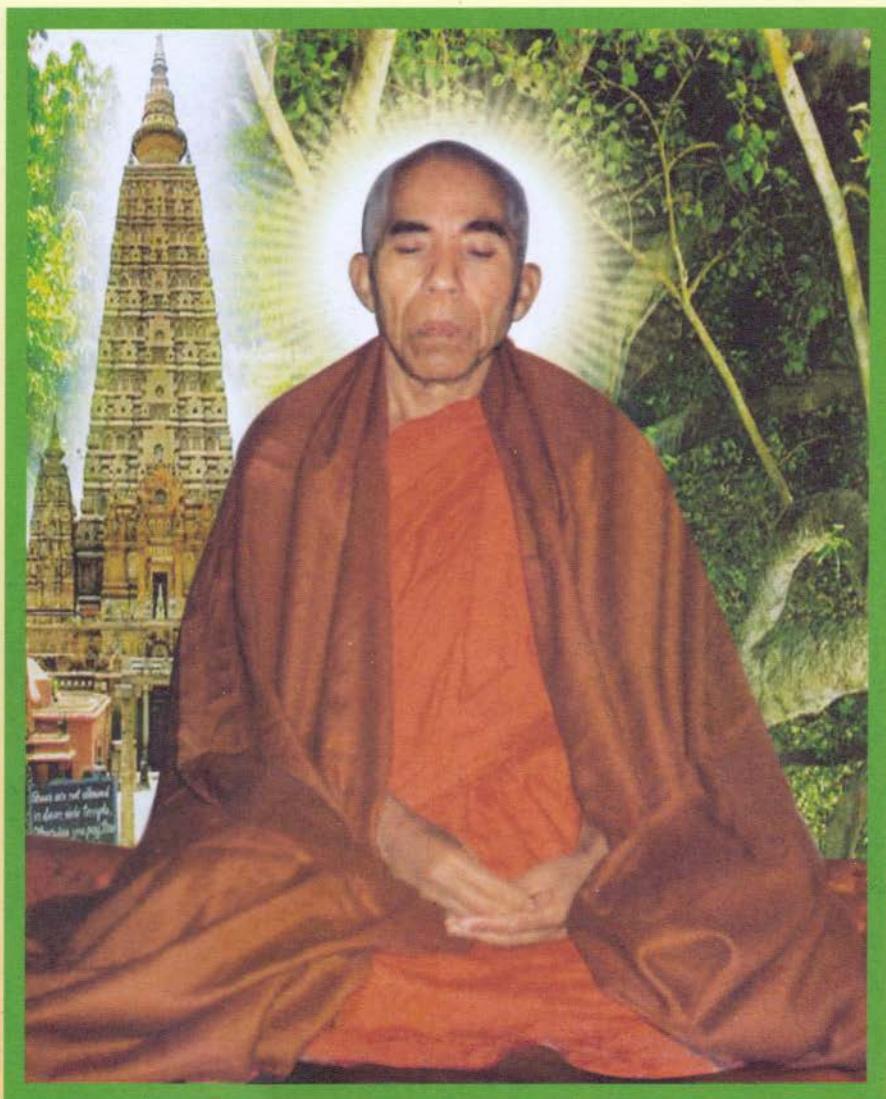
Bipulananda Bhikkhu  
Rajbana Vihar, Rangamati

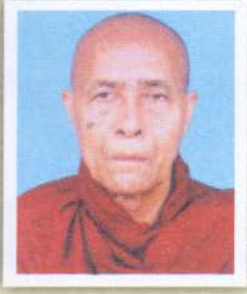
মহাকারুণিক তথাগত গৌতম বুদ্ধ





# শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে





শুভেচ্ছাবান্ধ

সংঘরাজ ড. ধর্মসেন মহাস্থবির  
অগগমহাসদ্ধর্মজ্যোতিকাধ্বজ  
ত্রিপিটক সাহিত্য চক্রবর্তী  
অধ্যক্ষ

উনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহার

এই প্রথম বাংলায় পুরো ত্রিপিটকের ৫৯টি গ্রন্থকে ২৫ খণ্ডে ‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, পুলকিত। এই ত্রিপিটক প্রকাশের দিনটিকে ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে ‘বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়’ নামে একটি মনোজ্ঞ স্মরণিকা প্রকাশের জন্য সোসাইটিকে এবং উক্ত স্মরণিকা প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাধুবাদ।

প্রায় দেড় শতাধিক বছরেরও অধিককাল যাবৎ বাংলা ভাষাভাষী অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত গবেষক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উদ্যোগ না থাকার দরুন এতদিন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ-এর সমন্বিত ও একনিষ্ঠ কর্ম প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হলো। এটা সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। সেজন্য আমি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ-এর সংশ্লিষ্ট সবাইকে ও বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করছি এবং সোসাইটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

ধর্মসেন মহাস্থবির  
(ড. ধর্মসেন মহাস্থবির)

দ্বাদশ সংঘরাজ এবং

অধ্যক্ষ

উনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহার





শুভেচ্ছাবার্তা

শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির  
বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও  
আবাসিক প্রধান  
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ সর্বপ্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটকের ৫৯টি বইকে ‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নাম দিয়ে সর্বমোট ২৫ খণ্ডে প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ করার এই মহতী উদ্যোগকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। আর ত্রিপিটক প্রকাশের দিনটিকে ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে ‘বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়’ নামে একটি মনোরম স্মরণিকা প্রকাশের জন্য ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ ও উক্ত স্মরণিকা প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাধুবাদ।

ত্রিপিটক হলো বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। আর বুদ্ধজ্ঞান লাভ করতে বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ প্রয়োজন। গৃহ নির্মাণের উপকরণ যেমন- ইট, বালি, সিমেন্ট, লৌহা, বাঁশ, গাছ ইত্যাদি। এসব উপকরণ ছাড়া যেমন একটি ঘর নির্মাণ করা যায় না। ঠিক তেমনি, দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভের জন্য প্রয়োজন সত্যজ্ঞানের। আর এ সত্যজ্ঞান উৎপন্ন করার উপাদান হলো ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আচরণ, প্রতিপালন ও কর্ম সম্পাদন করা। তাই প্রত্যেক মুক্তিকামী মানবেরই উচিত ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা।

পরম পূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের স্বপ্ন ছিল সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা। দেরিতে হলেও পরম পূজ্য ভন্তের সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপদান করে দেয়ার জন্য আমি ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ এবং ত্রিপিটক প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি সাধুবাদ প্রদান করছি।

‘জয়তু বুদ্ধসাসনম্! জয়তু বনভন্তে!’  
‘জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক!’

প্রজ্ঞালংকার

(শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির)





শুভেচ্ছা বাংলা

**Raja Devasish Roy**

Barrister-at-Law

Chakma Chief

Chief Patron

Rajvana Vihara

President

Raj Vihara

Managing Committee

Rajbari, Rangamati, 4500

Chittagong Hill Tracts

Bangladesh

Tel (Ps) : +880 155 657 3283

E-mail: droywangza@gmail.com

‘ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ’ বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক (২৫ খণ্ড) একসঙ্গে প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এতে করে এদেশের সদ্ধর্ম প্রাণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা বুদ্ধের অমূল্য উপদেশ-বাণীগুলো জানার ও পরিচিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হবে।

মহান ও দুর্লভ বুদ্ধপুত্র পূজ্য বনভন্তের স্বপ্ন ছিল, একদিন সমগ্র ত্রিপিটক বাংলা ও চাকমা ভাষায় প্রকাশিত হবে। দুঃখমুক্তিকামী মানুষ সেগুলো পড়ে বুদ্ধের ধর্মকে জানবে, নির্বাণ লাভ করবে। পূজ্য বনভন্তের সেই স্বপ্ন আজ আংশিকভাবে হলেও পূরণ হতে চলেছে। বিগত কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ‘ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি’র এই মহৎ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

(রাজা দেবশীষ রায়)

চাকমা রাজা



ত্রিপাসো হতে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটক সেটটি (২৫ খণ্ডে)  
নিজের জন্য, বিহার কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য  
সংগ্রহ করতে চাইলে আজই যোগাযোগ করুন।

প্রগতি চাকমা : ০১৭৭৫-১৯৬১১৭ (রাঙ্গামাটি)  
সন্ট বিকাশ চাকমা (হোকে) : ০১৮২০-৩১৪৪৯৪ (রাঙ্গামাটি)  
রত্ন কুমার চাকমা : ০১৫৫৬-৫৩৪৬৬৭ (খাগড়াছড়ি)

পূর্ণাঙ্গ বাংলা ত্রিপিটক সেটের মূল্য : ২০,০০০/- টাকা

\* আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনে এসএ পরিবহনে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসেও বই পাঠানো হবে।



# বুদ্ধবাণী

অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি—“সিযা খো পনানন্দ, তুস্হাকং এবমস্স—‘অতীতসথুকং পাৰচনং, নথি নো সথা’তি। ন খো পনেতং, আনন্দ, এবং দট্ঠক্কং। যো বো, আনন্দ, মযা ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্জত্তো, সো বো মমচ্চযেন সথা।”

বাংলা অনুবাদ : অতঃপর ভগবান আয়ুস্মান আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন, ‘হে আনন্দ, তোমাদের হয়তো এরূপ মনে হতে পারে যে, শাস্তার উপদেশ অতীত হয়ে গিয়েছে, আমাদের শাস্তা এখন আর নেই। হে আনন্দ, তোমরা কখনো এমনটি ভাববে না। হে আনন্দ, আমি যে ধর্ম ও বিনয় দেশনা করেছি, প্রজ্ঞাপ্ত করেছি, আমার মৃত্যুর পর তা-ই তোমাদের শাস্তা বা শিক্ষক।’

তথ্যসূত্র : মহাপরিনির্বাণ সূত্র, দীর্ঘনিকায় (দ্বিতীয় খণ্ড)

একং সময়ং ভগবা কোসম্বিয়ং বিহরতি সিংসপাৰনে। অথ খো ভগবা  
 পৰিত্তানি সীসপাপল্লানি পাবিনা গহেত্বা ভিক্ষু আমন্তেসি—“তং কিং  
 মঞএণে, ভিক্ষবে, কতমং নু খো বহুতরং—যানি বা মযা পৰিত্তানি  
 সীসপাপল্লানি পাবিনা গহিতানি যদিদং উপরি সীসপাৰনে”তি?  
 “অল্লমত্তকানি, ভন্তে, ভগবতা পৰিত্তানি সীসপাপল্লানি পাবিনা গহিতানি;  
 অথ খো এতানেব বহুতরানি যদিদং উপরি সীসপাৰনে”তি। “এবমেব  
 খো, ভিক্ষবে, এতদেব বহুতরং যং বো মযা অভিঞএণায় অনকখাতং।  
 কস্মা চেতং, ভিক্ষবে, মযা অনকখাতং? ন হেতং, ভিক্ষবে, অথসংহিতং  
 নাদিব্রক্ষচরিয়কং ন নিব্বিদায় ন বিরাগায় ন নিরোধায় ন উপসমায় ন  
 অভিঞএণায় ন সম্বোধায় ন নিব্বানায় সংবত্ততি; তস্মা তং মযা  
 অনকখাতং”।

বাংলা অনুবাদ : একসময় ভগবান কোশাম্বীর সিংসপা বনে অবস্থান  
 করছিলেন। অতঃপর ভগবান এক মুঠো সিংসপা গাছের পাতা হাতে  
 নিয়ে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন :

‘হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের কী মনে হয়, আমার হাতে নেওয়া এক মুঠো  
 সিংসপা গাছের পাতাগুলো বেশি হবে, নাকি এই সিংসপা বনের গাছের  
 পাতাগুলো বেশি হবে?’

‘ভন্তে, আপনার হাতে নেওয়া এক মুঠো সিংসপা গাছের পাতাগুলো  
 অতি অল্প, আর এই সিংসপা বনের গাছের পাতাগুলো এর চাইতে  
 অনেক অনেক বেশি।’

‘ঠিক তদ্রূপ, হে ভিক্ষুগণ, নিজ অভিজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে যা কিছু  
 জেনেছি তার অধিকাংশই আমি প্রকাশ করিনি। কেন প্রকাশ করিনি?  
 কারণ, হে ভিক্ষুগণ, সেগুলো সদর্থক নয়, ব্রহ্মচর্যজীবনের সঙ্গে  
 সাযুজ্যপূর্ণ নয়, এবং সেগুলো নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা,  
 সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে পরিচালিত করে না। সেজন্যই আমি সেগুলো  
 প্রকাশ করিনি।’

তথ্যসূত্র : সিংসপা বন সূত্র, সংযুক্তনিকায় (পঞ্চম খণ্ড)



# সূচিপত্র

- ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা ..... ১  
মধু মঙ্গল চাকমা
- প্রসঙ্গ : পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার মহান ইচ্ছা পূরণ ..... ৪  
ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু
- বাংলাভাষীদের পরম সৌভাগ্য ..... ১০  
প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
- বুদ্ধবচন ‘ত্রিপিটক’ বাংলা ভাষায় অনূদিত : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা ..... ১৪  
ড. জিনবোধি ভিক্ষু
- ‘ত্রিপিটক’ : তিনটি পেটিকা, তাদের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা ..... ২৩  
ড. জ্ঞান রত্ন মহাথেরো
- এই প্রথম বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশ : একটি অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক মাইলফলক ..... ৩০  
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
- ত্রিপিটক, ত্রিপাসো ও বৌদ্ধ সমাজ ..... ৩৫  
শোভিত ভিক্ষু
- প্রজ্ঞারত্ন ভাণ্ডার : বলো কোথা পাবো তারে? ..... ৩৯  
শ্রীমৎ সানু কীর্তি ভিক্ষু
- মানবতা ও বৌদ্ধধর্ম ..... ৫২  
ড. সুধীন কুমার চাকমা
- শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সুদূরপ্রসারী ভাবনা ও ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ-এর  
কার্যক্রম পর্যালোচনা ..... ৫৪  
অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া

- সন্ধর্মের পুনর্জাগরণে পূজ্য বনভন্তের অবদান ..... ৫৬  
সুনীতি বিকাশ চাকমা (সঙ্ক)
- আমাদের সমাজ এবং ধর্ম ..... ৬০  
প্রিয় কুমার চাকমা
- চাকমাদের বৌদ্ধ ধর্মচর্চা : বৌদ্ধ রঞ্জিকা হতে ত্রিপিটক ..... ৬৭  
সুসময় চাকমা
- বুদ্ধের শিক্ষাদর্শনে মানবতাবাদ : একটি পর্যালোচনা ..... ৭০  
অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
- শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা ..... ৭৫  
কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা
- ত্রিপিটক সংকলন প্রকাশের তাৎপর্য ..... ৭৭  
আনন্দ বিকাশ চাকমা
- ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও সোসাইটির সামগ্রিক  
কার্যক্রমের প্রতিবেদন ..... ৮০  
অরুণ বিকাশ তালুকদার
- ত্রিপাসো-র বিভিন্ন পরিষদগুলোর সচিত্র পরিচিতি ..... ৮৯

-----











প্রসঙ্গ : পূজ্য বনভন্তের সমগ্র ত্রিপিটক

## ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু

ভগবান বুদ্ধ ৪৫ বছরব্যাপী সত্ত্বগুণের হিতসুখ ও মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং বিভিন্ন জনকে উপলক্ষ করে উপদেশ প্রদান করেছিলেন তার-ই সমন্বিত রূপ হলো ত্রিপিটক। এই ত্রিপিটক বুদ্ধের হিতোপদেশ, কথোপকথন, বচন, উপাখ্যান ও বিধি-বিধান বিষয়ক পরিপূর্ণ এক বিশাল, বিস্তৃত শাস্ত্রবিশেষ। ত্রিপিটকের ভাষা হলো পালি ভাষা। এ প্রসঙ্গে ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. সুমন কান্তি বড়ুয়ার যৌথভাবে লিখিত ‘ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ’ গ্রন্থের কিছু কথা উল্লেখ করছি।

“গৌতম বুদ্ধ কোশলে জন্মগ্রহণ করে তাঁর ধর্মান্দর্শ প্রচারের জন্য সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিহার ও সংঘারাম গড়ে উঠেছিল। শ্রাবস্তী, জেতবন, পূর্বারাম, বেণুবন, নালন্দা ও চাপালচৈত্য প্রভৃতি স্থানমাখ্যাত বিহার ও সংঘারাম তারই তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। এগুলো শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো না। বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্রও ছিল এগুলো। এখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত হাজার হাজার নর-নারী সমন্বিতভাবে বসবাস করতেন। এখানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে সর্বজনবোধ্যতার তাগিদে পালি ভাষার প্রচলনের প্রয়াস ঘটে। ক্রমে বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী ধর্মালোচনা মাধ্যম হিসেবে এ ভাষাতেই দক্ষতা অর্জন করেন। বুদ্ধ নিজেও ভিক্ষুসংঘকে এ ভাষায় ধর্মদেশনা দিতেন। তাই পরবর্তীকালে এ ভাষাতেই মূল ত্রিপিটক গ্রন্থ রচিত ও সংরক্ষিত হয়। পালি ভাষার আরও এক নাম মাগধী (সিংহল ও মায়ানমার পণ্ডিতেরা মাগধী নিরুক্তি বলে অভিহিত করেন)। ঐতিহাসিক পর্যালোচনার নিরিখে বলা যায়, বুদ্ধের জীবদ্দশায় প্রভাবশালী রাজ্য মগধে এ

ভাষা প্রচলিত ছিল বলে এটিকে মাগধী বলা হয়।”

পালি ভাষাকে মাগধী ভাষা হিসেবে অভিহিত করা সম্পর্কে ড. দিলীপ কুমার তাঁর লিখিত ‘পালি ভাষার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে শ্রীলংকার ঐতিহাসিক ঐহিত্য বলে খ্যাত ‘চুলবংশ’ এবং ‘মহারূপসিদ্ধি’ নামক গ্রন্থদ্বয়ের কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আমি ‘মহারূপসিদ্ধি’ গ্রন্থের উদ্ধৃতিটুকু আলোকপাত করছি।

সা মাগধী মূলভাসা নরা যাযাদিকল্পিকা

ব্রাহ্মণ চ'সসুত-লাপা, সমুদ্র চাপি ভাসরে ।

অর্থাৎ, সেই মাগধীই আদি ভাষা যে ভাষায় দেবগণ,  
নরগণ, ব্রাহ্মণগণ এমনকি সমুদ্রগণ পর্যন্ত কথা  
বলতেন।

সূত্রাং আমরা বলতে পারি, ভগবান বুদ্ধ মাগধী বা পালি ভাষায় তাঁর নবলব্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। বুদ্ধের সেসব বাণী শিষ্যপরম্পরায় পালি ভাষাতে রক্ষিত হয়েছিল এবং এ ভাষাতেই ত্রিপিটক (তথা ত্রিপিটক গ্রন্থ) রচিত হয়েছিল। খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে এই ত্রিপিটক মহিন্দ স্থবির কর্তৃক সর্বপ্রথম শ্রীলংকায় নীত হয়। পরবর্তীকালে এই ত্রিপিটকই বৌদ্ধপ্রধান দেশের ভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনূদিত হয়। তবে যেকোনো বিতর্কে ও দূর্বোধ্যকালে পালি ত্রিপিটককেই প্রমিত রূপ বলে গণ্য করা হয়। পালি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক নিবিড় ও সুগভীর হলেও ত্রিপিটক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার কাজ শুরু হয় বেশ পরে। ১৯৩০ সালে অগ্রমহাপণ্ডিত ভদ্রান্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ত্রিপিটক বাংলায় অনুবাদ করার অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলায় অনূদিত ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো ছাপানোর জন্য তিনি রেঙ্গুনে ‘বৌদ্ধ মিশন প্রেস’ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে বোমার আঘাতে প্রেস













## প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো









































শ্রীলংকা	মিয়ানমার	থ্যাইল্যান্ড
১। খুদ্ধকপাঠ	খুদ্ধকপাঠ	খুদ্ধকপাঠ
২। ধম্মপদ	ধম্মপদ	ধম্মপদ
৩। সুত্ত নিপাত	সুত্ত নিপাত	সুত্ত নিপাত
৪। উদান	উদান	উদান
৫। ইতিবুত্তক	ইতিবুত্তক	ইতিবুত্তক
৬। বিমানবথু	বিমানবথু	
৭। পেতবথু	পেতবথু	
৮। থেরগাথা	থেরগাথা	
৯। থেরীগাথা	থেরীগাথা	
১০। জাতক	জাতক	
১১। নিদ্দেশ (মহানিদ্দেশ ও চুলনিদ্দেশ)	নিদ্দেশ (মহানিদ্দেশ ও চুলনিদ্দেশ)	নিদ্দেশ
১২। পটিসম্ভিদামল্ল	পটিসম্ভিদামল্ল	পটিসম্ভিদমগ্গ
১৩। অপদান	অপদান	
১৪। বুদ্ধবংস	বুদ্ধবংস	
১৫। চরিয়াপিটক	চরিয়াপিটক	
১৬।	মিলিন্দপঞ্চহ	
১৭।	সুত্তসঙ্ঘ	
১৮।	পেটকোপদেশ	
১৯।	নেত্তিপকরণ	

থেরবাদীদের মধ্যে এই নিকায়ে শ্রীলংকা ১৫টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছে। আবার মিয়ানমার ১৯টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছে। কিন্তু থ্যাইল্যান্ড মাত্র ৭টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছে। গ্রন্থগুলোর ধারণা আমি এখানে বর্ণনা করছি না। আশা করি পাঠকমহল তা মূল গ্রন্থ পাঠ করে অবগত হবেন।

**গ) অভিধর্মপিটক : বাস্তবতার স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা বা গন্তীর ব্যাখ্যা**

বুদ্ধের ধর্মের গন্তীর অর্থ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনেই অভিধর্মপিটক আবিষ্কৃত হয়েছে। অভিধর্মের 'উচ্চশিক্ষা' বাস্তবতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে : কোনো ব্যক্তিকে এবং বিশ্বে পাশাপাশি বিকাশের আধ্যাত্মিক স্তরের ব্যাখ্যা হিসাবে একজন ব্যক্তির মানসিক মানচিত্র রয়েছে যা একজন ব্যক্তিকে পরিপূর্ণতার পথে ধাবিত করে। এই পিটক পালি ত্রিপিটকের তৃতীয় বিভাগ। বুদ্ধ জীবিত অবস্থায় 'ধর্ম' ও 'বিনয়' নামে বুদ্ধধর্ম পরিচিতি লাভ করে, যা দ্বিতীয় সঙ্গীতি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তৃতীয় সঙ্গীতিতে অভিধর্মের আবির্ভাব সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে।

যদিও বুদ্ধ জীবিত অবস্থায় বিভিন্ন সূত্রে অভিধর্মের ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু স্বতন্ত্র অভিধর্মপিটকের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। অভিধর্মকে সন্ধিবিচ্ছেদ করলে (অভি+ধর্ম) এরূপ দাঁড়ায়। এখানে 'অভি' অর্থ 'অতি' বা 'অধিক' বা গন্তীর, আর ধর্ম অর্থ ধর্মকেই বুঝানো হয়েছে। তাই অভিধর্ম অর্থ দাঁড়ায় 'অতিরিক্ত ধর্ম' বা 'অধিক ধর্ম' বা 'গন্তীর ধর্ম'। আচারিয় বুদ্ধঘোষের মতে অভিধর্ম হলো, 'ধম্মাতিরেকধম্ম বিসেসস্টেঠন অভিধম্মোতি' অর্থাৎ 'ধর্মগুলোর অতিরিক্ত বিশেষার্থদ্যোতক এই অভিধর্ম'। মধ্যমনিকায় ও অঙ্গুত্তরনিকায়ের অনেক সূত্রে অভিধর্মের সূচনা দেখা যায়। খুব সম্ভব সূত্রপিটকে উল্লেখিত দর্শন ও শীলধর্মের যে মাতিকা বা তালিকার কথা বিনয়পিটকে আলোচিত হয়েছে, অভিধর্ম সেই মাতিকারই বিস্তারিত রূপের বহিঃপ্রকাশ। যদিও অভিধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে অনেক কথা বা প্রবাদ শুনা যায়। বুদ্ধগণের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় তাঁদের জন্মের পরে মা মৃত্যুবরণ করেন এবং তাবতিংস বা ত্রয়োতিংশ স্বর্গে উৎপন্ন হন। গৌতম বুদ্ধ



























































# মানবতা ও বৌদ্ধধর্ম

## ড. সুধীন কুমার চাকমা

প্রত্যেক মানুষের জীবনপ্রবাহ তার নিজ ধর্ম ও আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়। আর প্রতিটি ধর্মের সঙ্গে জীবন ও দর্শন গভীরভাবে সম্পর্কিত। বৌদ্ধধর্ম এর ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীতে ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল জীবনের প্রয়োজনে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে জীবন সহজ, সরল ও সুন্দর হয়। ভিন্নমাত্রিক জীবনবোধ ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ সৃষ্টি করলেও সব কিছুর মূলে রয়েছে মানবতা। যে চারিত্রিক গুণাবলি এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয় তাকে মনুষ্যত্ব বা মানবতা বলে। সোজা কথায় যে আচরণগত বা মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলে কোনো Homo Sapien-কে যদি মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তাকেই মনুষ্যত্ব বা মানবতা বলে। এ কথা অনস্বীকার্য যে মতই যেন পথের সৃষ্টি করে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ কোনো-না-কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বিভক্ত হয়ে যাত্রা করে ভিন্ন ভিন্ন পথে। যে যে পথে চলে সে পথেই তাঁর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক মনে করে, চেষ্টা করে সে পথে থেকে চরম সত্যকে জানার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৌদ্ধধর্ম এমন একটি মতবাদ যা গৌতম বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম খ্রি. পূ. ৬২৫ অব্দে। জন্মের পর জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে গৌতমের শরীরে মহাপুরুষের বত্রিশটি সুলক্ষণ বিদ্যমান। কাজেই কুমার গৌতম হয় রাজচক্রবর্তী হবেন, নয়তো বা পূর্ণজ্ঞানী মহাপুরুষ হবেন। সিদ্ধার্থের জন্মের এক সপ্তাহ পরেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় এবং তাঁর লালন-পালনের ভার একাধারে তাঁর মাসি এবং বিমাতা প্রজাপতি গৌতমীর ওপর বর্তায়। সিদ্ধার্থকে সাংসারিক বিষয়ে বিশেষ উদাসীন এবং সতত চিন্তামগ্ন দেখে রাজা শুদ্ধোদন ভীত হয়ে পড়েন এবং ধ্যানমুখী থেকে সংসারমুখী করার জন্য তিনটি ঋতুর উপযোগী তিনটি মহল নির্মাণ করেন। মহাপ্রাচুর্যের মধ্যে উপভোগের বহু

সামগ্রী নিয়ে অপরূপ রূপসী নর্তকীদের দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে সিদ্ধার্থ চূড়ান্ত পার্থিব সুখ ভোগ করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে রাজা শুদ্ধোদন প্রতিবেশী কোলিয়গণের সুন্দরী কন্যা ভদ্রা কপিলায়নী (যশোধরার) সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ দেন। তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মে। তিনি পুত্রকে অতীষ্ট লক্ষ্যপথের রাহু (বন্ধন) মনে করে তাঁর নাম রাখেন রাহুল। বৃদ্ধ, পীড়িত, মৃত এবং প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী) এই চার দৃশ্য দেখে সংসার সম্বন্ধে তার অনীহা আরও তীব্র হয়ে ওঠে এবং এক নিশীথ রাত্রিতে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

জীবনজিজ্ঞাসাই কুমার সিদ্ধার্থকে টেনে এনেছিল রাজপ্রসাদ থেকে মেঠো পথে। ছয় বছর ধরে যোগ-তপস্যা করেন সকল মানুষের দুঃখ মোচনের সংকল্প নিয়ে। ধ্যান এবং গভীর আত্মচিন্তার দ্বারা ৩৬ বছর বয়সে তিনি বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে ‘বুদ্ধ’ নামে পরিচিত হন। এই তপস্যার মধ্যে কোনো অধিকারভেদ ছিল না। কেউ ছিল না স্বেচ্ছ, অনার্য। তিনি তাঁর সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম, মূর্খতম মানুষের জন্য। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশে সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। সুসাহিত্যিক আবুল ফজল তাঁর ‘মানবপুত্র বুদ্ধ’ গ্রন্থে লিখলেন, “সর্বত্যাগী এই রাজভিক্ষুর সুদীর্ঘ ছয় বছর অবর্ণনীয় কঠোর সাধনার দ্বারা লব্ধ এ অগ্নিবাণী তাই ব্যর্থ হওয়ার নয়, নয় তা দেশ-কালের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সত্যের উত্তরাধিকার সর্ব মানুষের, সর্ব দেশের ও সর্ব যুগের।”

বুদ্ধ যে ধর্ম প্রচার করলেন তা ছিল মানবধর্ম। বুদ্ধের মানবতা সর্বব্যাপী। স্নেহ-মায়ামমতা, দয়া-করুণা, সহর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক কল্যাণ ও ন্যায়বোধ এবং নৈতিকতা ইত্যাদি সবগুলো মানবতার একেকটি গুণ। এই ধর্ম কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়। বুদ্ধের উপদেশ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য উপদিষ্ট হয়নি। সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য, সুখের জন্য তিনি





এক্ষেত্রে কয়েক বছর পূর্বে শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডার শিষ্যসংঘ ও কতিপয় গৃহীসংঘের সম্মিলিত মহতী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ‘ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ’, যার লক্ষ্য হচ্ছে ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশ করা। এ উদ্যোগ খুবই সময়োপযোগী ও সাধুবাদযোগ্য। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পূর্বে ত্রিপিটকের যেসব গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়েছে সেসব গ্রন্থের অনুবাদকের পূর্বানুমতিসাপেক্ষে উক্ত সংস্থা থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতীব আনন্দের সংবাদ এই যে, উক্ত সংস্থা থেকে ইতোমধ্যে মূল ত্রিপিটকের সবগুলো গ্রন্থকে ‘পবিত্র ত্রিপিটক’ নামে ২৫ খণ্ডে কন্সাইন্ড করে প্রকাশের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত সংস্থাটি দীর্ঘদিনের অভাবট

\* লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।







তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল অধিবাসী বৌদ্ধ জনসাধারণের উপরে বর্ণিত দুঃসহ অবস্থার প্রেক্ষাপটে পূজ্য বনভন্তের সম্মুখে সাধারণ জনসমাজে ধর্মের আলো বিতরণ করার মতো অনুকূল অবস্থা ছিলো না বলা যায়। তাঁর করুণা ও উদ্যমশীলতার কারণে তিনি এতদঞ্চলে সন্ধর্মের আলোকশিখা প্রজ্জ্বালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ধর্মের গতানুগতিক ভাবধারা থেকে বৌদ্ধ জনসাধারণের ধ্যান ধারণাকে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মীয় ভাবধারায় নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। বলা যায়, তিনি বৌদ্ধ জনমানসে সত্যধর্মের নব প্রাণপ্রবাহের সঞ্চারণ করেছেন। মোহগ্রস্ত মানুষের চেতনার নতুন উদ্যমের ধারণা বইয়ে দিয়েছেন। তিনি সিংহনাদে বুদ্ধের অমৃতময় মহাবাণী ও তথাগত বুদ্ধের সত্য ও জ্ঞানালোকের কথা প্রচার করে অসংখ্য নরনারীর মনে জ্ঞান চেতনার বীজ পুঁতে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ধর্মপিপাসুদের উদাত্ত কণ্ঠে শুনিয়ে গেছেন সত্য ও জ্ঞানচেতনার মুক্তধারার মর্মবাণী। মোহগ্রস্ত মানুষের মনোরাজ্যে সদা আঘাত হেনে আহ্বান জানিয়েছেন সকলকে পরম সুখ নির্বাণের পথে ধাবিত হওয়ার জন্যে সত্যাশ্রয়ী ও জ্ঞানাশ্রয়ী হতে। তিনি বরাবর বলে গেছেন, ‘আত্মোৎকর্ষ সাধনাই হচ্ছে ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য’। আত্মোৎকর্ষ মানে আপন উন্নতি আপন শ্রেষ্ঠতা লাভের সাধনা। কাজেই প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জ্ঞানশক্তি অর্জনে যত্নবান হওয়ার জন্য যাতে ক্রমে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়ে বিবেকের পরিপূর্ণতা সাধনে অগ্রণী হতে।

পূজা বনভক্তের দর্শন লাভ ও তাঁর উপদেশে  
জ্ঞানহারা ও সদ্ধর্মহারা নর-নারী পেয়েছেন জ্ঞান ও  
সত্যের সন্ধান। অসাধু হয়েছেন সাধু, কুপণ হয়েছেন  
দাতা, মূর্খ হয়েছেন পণ্ডিত, দীনহীন হয়েছেন সামর্থ্যবান,  
রোগী হয়েছেন সুস্থ, স্বল্পায়ু হয়েছেন দীর্ঘায়ু, কত শত  
নর-নারীর আপন অভীষ্ট সিদ্ধি হয়েছে তা তারা  
নিজেরাই জানেন। পূজ্য ভক্তে দশবল বুদ্ধের শাসন



# আমাদের সমাজ এবং ধর্ম

প্রিয় কুমার চাকমা

## সমাজ

সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় ‘সমাজ’ বলতে একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা একাধিক পরিবারের জনবসতি নির্দিষ্ট ভূ-আয়তন বা সীমানায় সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে, সকল জনগোষ্ঠী একই রীতিনীতি এবং ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ভাবের আদানপ্রদান অক্ষুণ্ণ থাকে, একটি পরিবারের সঙ্গে অপরাপর সকল পরিবারের মধ্যে নিবিড় বন্ধন রচিত হয়, তাকেই বলা হয়ে থাকে সমাজ। এক একটি সমাজ এক একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আবাসস্থলকে পাড়া, মহল্লা, গ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এভাবে পাশাপাশি প্রতিবেশী পাড়া বা গ্রামে বসবাসকারী পরিবারগুলোর সঙ্গে একই ভাবধারা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকে, পারস্পরিক যোগাযোগ এবং ভাবের অমলিন সেতুবন্ধন রচিত হয় তাকে বলা হয় বৃহত্তর জনসমাজ। বৃহত্তর জনসমাজই পরিণত হয় জাতিতে, যে জাতির ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, উপলব্ধি, অনুভূতি সকল মানসিক চেতনাই এক এবং অভিন্ন হয়ে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের বিভিন্ন সংজ্ঞা, বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। আর. এম. ম্যাক্যাহিভারের মতে, “সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কাদির সমষ্টি যেগুলোর ভেতরে এবং যেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা জীবন যাপন করি।” আরেক সমাজবিজ্ঞানী জি. ওসিপভ-এর মতে, “সমাজ হলো আইন, প্রথা, ঐতিহ্য ইত্যাদির দ্বারা সমর্থিত বৃহৎ জনদলগুলোর সামাজিক সংযোগ এবং সামাজিক সম্পর্কাদির একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ব্যবস্থা যা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত, নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের প্রগতিশীল বিকাশের একটি স্তর হিসেবে মূর্ত।” সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত না হলে একটি জনগোষ্ঠীকে একটি সমাজ

হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন। (সূত্র : সমাজবিজ্ঞানের প্রত্যয়, হাসানুজ্জামান চৌধুরী, সমাজকাঠামো, ষষ্ঠ অধ্যায়)। আমরা কোন ধরনের সমাজ কামনা করি এ প্রশ্নের সহজ জবাব হলো, আমরা একটি সুন্দর সমাজকাঠামো চাই। সুন্দর সমাজের স্বরূপ কেমন হয়? তার জবাবেও বলতে হয় সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধশালী, শ্লেহ-মমতাপূর্ণ, আন্তরিকতা, ভালোবাসায় ভরা, একের দুগুণে দুগুণী, সুখে সুখী জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থার কাঠামোর কামনাই হচ্ছে কল্যাণকামী সমাজ।

## ধর্ম

ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা হলো, একটি জনগোষ্ঠী একই ভাবধারায় পরিচালিত হয়ে একই মত, একই দর্শন অন্তরে ধারণ করে তার লালনপালন এবং আচরণীয় কর্তব্যরূপে নিয়ত প্রতিপালন করে সেটিই ধর্ম। এ অর্থে সেটি বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম, সনাতন ধর্ম বা অন্য যেকোনো মতাদর্শের ধর্ম হতে পারে। সাধারণভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমভাবে আচরিত ও নিয়ত কর্মই হচ্ছে ধর্ম। আমরা সাধারণভাবে পুণ্য বা কুশল কর্মকেই ধর্ম বলে গণ্য করে থাকি। আসলে তা সঠিক নয়, গণমানুষের সামগ্রিক এবং প্রাত্যহিক আচরিত কর্মই ধর্ম। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন শিক্ষার্থী তার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের জন্য সুদীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষা গ্রহণের জন্য একনাগাড়ে একটি শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে। এ সময় সে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়ন করতে কঠোর ত্যাগ, কঠোর অধ্যবসায় করতে হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে এক ধরনের ধ্যান-সাধনা-ব্রতময় জীবন অতিবাহিত করতে হয়। এ সময়ে যেহেতু সে এক বা একাধিক বিষয়েই অধ্যবসায়ে নিয়োজিত থাকে তখন সেটিই হয় তার আচরিত ধর্ম। ওই শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে তার জীবনের প্রায়





















































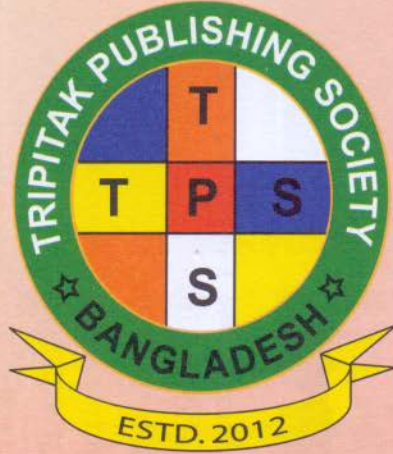












# ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি

বাংলাদেশ

অস্থায়ী কার্যালয় : শান্তিগিরি বন ভাবনা কুটির

রাঙাপানিছড়া, খাগড়াছড়ি সদর

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

স্থাপিত : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১২

রেজি. নং- ৩৮১/০৯

বৌদ্ধধর্মীয় বইয়ের একটি অনন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান



ক্রমিক নম্বর : ০১৪৫২৩৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়  
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা  
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়,....

নিবন্ধন নম্বর : ২৮২৮২৮-৩৮২/০৮

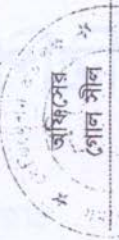
## নিবন্ধনা সনদপত্র

১৯৬১ সালের স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (নম্বর ৪৬) এর ৪(৩) ধারার অধীনে--**ক্রিমিক**  
**সার্বাধিকারিত পেমেন্ট**

ডাকঘর--**যাজ্ঞজ্ঞহুদি** থানা--**যাজ্ঞজ্ঞহুদি** জেলা--**যাজ্ঞজ্ঞহুদি** বাংলাদেশকে--**২০০৮**  
সালের--**১৯৮৫** মাসের--**১৯৮৫** তারিখে উপরে বর্ণিত আইনের শর্তাদি পূরণ করায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিজ স্বাক্ষরে ও  
সরকারী সীলমোহরে নিবন্ধন করা হলো। নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানটি--**যাজ্ঞজ্ঞহুদি** জেলায়/সমাজকল্যাণে এর  
কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারবে এবং এর প্রায়মান স্বরূপ এ সনদপত্র প্রদান করা হলো।

নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন নম্বরঃ--**২৮২৮২৮-৩৮২/০৮**

স্থানঃ **যাজ্ঞজ্ঞহুদি**।  
তারিখঃ **০৮/১১/২০১৫** খ্রি.

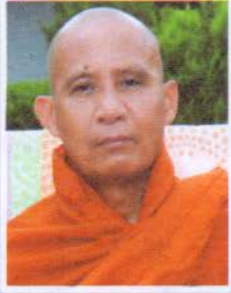


নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ  
সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা  
জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, **২৮২৮২৮-৩৮২/০৮**



# ত্রিপাসো-র বিভিন্ন পরিষদগুলোর সচিত্র পরিচিতি

## উপদেষ্টা পরিষদ



শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির  
(প্রধান উপদেষ্টা)



শ্রীমৎ ভূপ মহাস্থবির  
(উপদেষ্টা সদস্য)

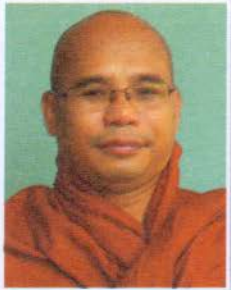


শ্রীমৎ সৌরজগৎ মহাস্থবির  
(উপদেষ্টা সদস্য)



শ্রীমৎ শাসন রক্ষিত মহাস্থবির  
(উপদেষ্টা সদস্য)

## সম্পাদনা পরিষদ



শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু  
(আব্হায়ক)



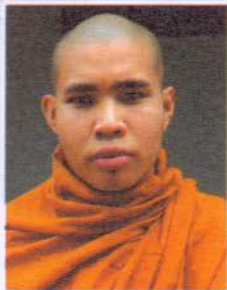
বিধুর ভিক্ষু  
(সদস্য)



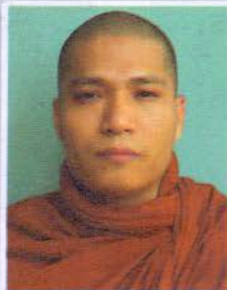
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু  
(সদস্য)



শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু  
(সদস্য)



শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু  
(সদস্য)



শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু  
(সদস্য)



শ্রীমৎ সাীবক ভিক্ষু  
(সদস্য)

# কার্যনির্বাহী পরিষদ



মি. মধু মঙ্গল চাকমা  
(সভাপতি)



মি. পূর্ণচন্দ্র চাকমা  
(সহ-সভাপতি)



মি. অন্তর্ভামী চাকমা  
(সহ-সভাপতি)  
(১৫.০১.২০১৭ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন)



শ্রীমতী কনকলতা খীসা  
(সহ-সভাপতি)



মি. অরুণ বিকাশ তালুকদার  
(সাধারণ সম্পাদক)



মি. রত্ন কুমার চাকমা  
(যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক)



মি. চন্দ্রোদয় চাকমা  
(সাংগঠনিক সম্পাদক)



মি. সত্য প্রসাদ দেওয়ান  
(যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক)



মি. সুকীর্তি সাধন চাকমা  
(দপ্তর সম্পাদক)



মি. ধনবীর চাকমা  
(অর্থ সম্পাদক)



মি. অমরেশ্বর চাকমা  
(প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক)



মি. সুখময় খীসা  
(যোগাযোগ ও সমন্বয় বিষয়ক সম্পাদক)



মি. চিত্ত বিপ্লব চাকমা  
(গ্রন্থাগারিক ও বিপণন বিষয়ক সম্পাদক)



মি. দেবদাস চাকমা  
(গ্রন্থাগারিক ও বিপণন বিষয়ক সহ-সম্পাদক)



মি. কমলা রঞ্জন চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



মি. অভিমন্যু চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



# কার্যনির্বাহী পরিষদ



মি. বিজন কৃষ্ণ চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



মি. কৃতি চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



মি. অমর স্মৃতি চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



মি. সুনীতি রঞ্জন চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



মি. অনুতোষ চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



মি. প্রভাত চন্দ্র চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



মি. রূপময় চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



মি. দেব প্রসাদ চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



মি. প্রগতি চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



মি. ডা. দেবরাজ চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



মি. সন্ট বিকাশ চাকমা  
(নির্বাহী সদস্য)



# প্রতিনিধি পরিষদ, রাঙ্গামাটি



মি. সুরেশ কান্তি চাকমা  
(সভাপতি)



মি. ডা. দেবরাজ চাকমা  
(সহ-সভাপতি)



মিসেস উসাংমা চৌধুরী  
(সহ-সভাপতি)



মি. প্রগতি চাকমা  
(সাধারণ সম্পাদক)



মি. সন্ট বিকাশ চাকমা  
(যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক)



মি. সত্য প্রসাদ দেওয়ান  
(সাংগঠনিক সম্পাদক)



মি. অরুণ বিকাশ চাকমা  
(দপ্তর সম্পাদক)



মি. মৃদুময় চাকমা  
(অর্থ সম্পাদক)



মি. সুদীপ্ত চাকমা  
(প্রচার সম্পাদক)



মি. দেবদাস চাকমা  
(গ্রন্থাগারিক সম্পাদক)



মি. মিটন খীসা  
(যোগাযোগ ও সময় বিষয়ক সম্পাদক)



মি. গোপাল বিকাশ চাকমা  
(কার্যকরী সদস্য)



মিসেস সুনিকা চাকমা  
(কার্যকরী সদস্য)



মি. জীৱন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা  
(কার্যকরী সদস্য)



মি. কানন বিকাশ চাকমা  
(কার্যকরী সদস্য)



মি. সুকুতিময় চাকমা  
(কার্যকরী সদস্য)



প্রতিনিধি পরিষদ, রাঙ্গামাটি



মিসেস জুলেখা চাকমা  
(কার্যকরী সদস্য)



মিসেস শৈলজা চাকমা  
(কার্যকরী সদস্য)



মিসেস রিয়া চাকমা  
(কার্যকরী সদস্য)



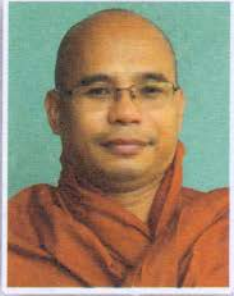
মি. ললিত চাকমা  
(কার্যকরী সদস্য)



মিসেস দিবা চাকমা  
(কার্যকরী সদস্য)



বাংলায় সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশনা কমিটি



শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু  
(আহ্বায়ক)



বিধুর ভিক্ষু  
(সদস্য)



শ্রীমৎ করুণাবংশ ভিক্ষু  
(সদস্য)



মি. প্রিয় কুমার চাকমা  
(সদস্য সচিব)



মি. অনুরামী চাকমা  
(সদস্য)



মি. রত্ন কুমার চাকমা  
(সদস্য)



মি. প্রগতি চাকমা  
(সদস্য)



মি. সত্য প্রসাদ দেওয়ান  
(সদস্য)



মি. সন্ট বিকাশ চাকমা  
(সদস্য)

